দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 AUG 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুলের ২৭ জন মেধা তালিকায়

আমার শিক্ষক জীবন সার্থক হয়েছে ঃ প্রধান শিক্ষক

প্রধান শিক্ষক মোঃ জহিরুল হক

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ 'আমার ৩২ বছরের শিক্ষকতা জীবনের পরিপূর্ণতা এসেছে। আমার স্কুলের এই গৌরবোজ্জ্বল ফল দেখে আমি অভিভূত, তৃপ্ত এবং আবেগ আপ্লুত। আমার জীবনের আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই।'

আনন্দ ও খুশিতে আবেগ জড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বললেন ঢাকা গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ জহিরুল হক। একটানা ৩০ বছরে সহকারী শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর তিনি ১৯৯১ সনের ৩০ এপ্রিল প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

ঢাকা বোর্ডের এসএসসির আংশিক ফল ৯, ১০, ১১ ও ১২—এর পৃষ্ঠায়

জনাব হক জানান, তার স্কুল থেকে এ বছর যে ২০৩ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই ছিল মেধাবী ও সচেতন। শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ঘন ঘন পরীক্ষা নেয়া এবং টেষ্ট পরীক্ষার পর

(৭—এর পৃঃ ৬—এর কঃ দ্রঃ)

ার শিক্ষক জীবন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

র দেয়ার কারণেই এ বছরের ফলাফল এতভাল হয়েছে বলে তিনি জানান। বিগত কয়েক বছরের ব্যর্থতাই ছিল আমাদের অনুপ্রেরণার প্রধান বিষয়।

প্রধান শিক্ষক জানান ১৯৬৫ এবং ১৯৮৮ সালে এসএসসি পরীক্ষায় স্কুল ভাল ফল করলেও স্কুলের ৩২ বছরের ইতিহাসে এবারের ফলই সবচেয়ে বেশী গৌরবের। স্কুল থেকে ১৭৬ জন ষ্টার, ২৪ জন প্রথম বিভাগ এবং একজন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। সম্মিলিত মেধা তালিকার ২০ তম স্থানের মধ্যে যে ৫৩ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে তার মধ্যে এই স্কুলের ছাত্রের সংখ্যাই ২৭ জন।

প্রধান শিক্ষক বলেন, স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল, অডিটরিয়াম নাই, গ্রন্থাগারিক নেই, আসবাব পত্রের সমস্যা রয়েছে। দুই শিফটে আড়াই হাজার ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে মাত্র ৩০ মিনিট ক্লাস নিতে হয়। এসব সমস্যা দূর করা হলে স্কুলের ফলাফল আরো ভাল করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাজনীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত পরিবেশে এই বিপুল পরিমাণ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করা দেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে ঝুকিপূর্ণ বলে তিনি জানান। তিনি এসএসসিতে প্রশ্ন ব্যাংক তুলে দেয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।

অত্যন্ত সহজ সরল ও সদালাপি প্রধান শিক্ষক জহিরুল হকের বাড়ী নরসিংদী। তিনি ৪ ছেলে ও ১ মেয়ের জনক। ১৯৯৪ সনের ৩০ ডিসেম্বর তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করবেন।